চাঁদপুর জেলা

১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ জরিপকারী মেজর জেমস রেনেল তৎকালনি বাংলার যে মানচিত্র অংকন করেছিলেন তাতে চাঁদপুর নামে এক অখ্যাত জনপদ ছিল। তখন চাঁদপুরের দক্ষিণে নরসিংহপুর নামক (বর্তমানে যা নদীগর্ভে বিলীন) স্থানে চাঁদপুরের অফিস-আদালত ছিল। পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থল ছিল বতৃমান স্থান থেকে পাওয়া প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। মেঘনা নদীর ভাঙ্গাগড়ার খেলায় এ এলাকা বর্তমানে বিলীন। বার ভূঁইয়াদের আমলে চাঁদপুর অঞ্চল বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদরায়ের দখলে ছিল। ঐতিহাসিক জে.এম সেনগুপ্তের মতে চাঁদরায়ের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম চাঁদপুর। কথিত আছে চাঁপুরের (কোড়ালিয়া) পুরিন্দপুর মহল্লার চাঁদ ফকিরের নামানুসারে এ অঞ্চলের নাম চাঁদপুর। কারো কারো মতে, শাহ আহমেদ চাঁদ নামে একজন প্রশাসক দিল্লী থেকে পঞ্চদশ শতকে এখানে এসে একটি নদী বন্দর স্থাপন করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে চাঁদপুর। ১৮৭৮ সালে প্রথম চাঁদপুর মহকুমার সৃষ্টি হয়। ১৮৯৬ সালের ১ অক্টোবর চাঁদপুর শহরকে পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৪ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারী চাঁদপুর জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

জে এফ ব্রাইনী সি এস এর মতে রাজা টোডারমল ১৫৮৮ খ্রিঃ মোগল প্রশাসনের জন্য ১৯টি বিভাগের প্রবর্তন করেন। এ ১৯টি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হলো সোনারগাঁও সরকার এবং এর মধ্যে ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৭২২ খ্রীঃ পর্যন্ত টোডরমলের মূল সরকার এবং শাহ সুজা কর্তৃক ১৬৫৮ সালে সংযুক্ত ১৩ টি চাকলা বা সামরিক অধিক্ষেত্রের ১টি ছিল ঢাকা যা জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত ছিল। ১৭৬৫ খ্রীঃ ঢাকা নিয়াবাতের অংশ হিসাবে মোগল সম্্রাট বাহাদুর শাহ কর্তৃক প্রদত্ত দেওয়ানী ইজারার ভিত্তিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথম এ অঞ্চলে প্রবেশ করে। তখন বাংলার পূর্বাঞ্চলে চলমান দুঃখ- দূর্দশা ও দূর্গতির কারণ অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেয়া হয় মিঃ পিটারসন নামের একজন ইংরেজকে। তাঁর নির্দেশনায় দাউদকান্দি ও ভুলুয়া (নোয়াখালীর পূর্বনাম) পরগণাকে একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা হিসাবে গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মিঃ বুলার নামক এক ব্যক্তির সুপারিশবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় ১৭৮৯ খ্রিঃ ত্রিপুরাকে জেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে ১৮১১ খ্রিঃ ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর মধ্যবর্তী এলাকাকে ত্রিপুরা এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহের সীমানা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। ১৮২১ খ্রিঃ পর্যন্ত নোয়াখালী ত্রিপুরা জেলার অংশ ছিল। ঐ বছর নোয়াখালী পৃথক কালেক্টরের অধীনে চলে যায়। ১৮৬০ খ্রিঃ নাসির নগর যা বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামে পরিচিত সে অঞ্চল এবং ১৮৭৮ খ্রিঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় থানা নিয়ে চাঁদপুর মহকুমা গঠিত হয়। ১৯৬০ খ্রিঃ ১লা অক্টোবর ত্রিপুরা জেলার নাম পরিবর্তন করে কুমিল্লা জেলা নামকরণ করা হয়। ১৮৫৮ খ্রিঃ ত্রিপুরা জেলা ১১টি থানা নিয়ে গঠিত ছিল।কোতয়ালী বা কুমিল্লা, বারকামতা, দাউদকান্দি, সরলা, লাকসাম, জগনাথদীঘি, কসবা, নাসিরনগর,গৌরীপুর, জুবকীবাজার ও হাজীগঞ্জ। তখন ১৫ টি আউট পোস্ট ছিল। ১৮৭৮ খ্রিঃ জুবকীবাজারকে চাঁদপুর হিসাবে নামকরণ করা হয়।

প্রাচীনকালে মতলব

চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলার ভূ-তাত্ত্বিক গঠন হয়েছে প্লাইস্টোসিন ও হলোসীন যুগে। এখানকার ভৌগোলিক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় পার্গিটার রচিত পূর্ব-ভারতীয় দেশসমূহের প্রাচীনকালের মানচিত্রে। এই মানচিত্রে আজকের বাংলাদেশের এই অঞ্চলের দক্ষিণে সাগরনূপের, উত্তরে প্রাগজ্যোতিষ ও পূর্ব ভাগের পাহাড়ের পাদদেশের অঞ্চল 'কিরাতাস' নামে অভিহিত ছিল। তৎকালীন লোহিত নদীর (আজকের ব্রক্ষ্মপুত্র নদী) পলি দ্বারা 'কিরাতাস' অঞ্চল গঠিত। 'কিরাতাস' অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান নিয়েই তৎকালীন কুমিল্লা জেলা গঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাও উক্ত 'কিরাতাস' অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। টমাস ওয়াটারের মানচিত্রে পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলের এ স্থানে তিতাস ও সম্ভবতঃ গোমতী নদীর গতিপথের দক্ষিণে 'শ্রীক্ষেত্র' নামক স্থানের অবস্থান দেখানো হয়েছে। বর্তমান চাঁদপুর জেলা এবং নোয়াখালী জেলার পশ্চিমাংশ নিয়ে তৎকালীন 'শ্রীক্ষেত্র' গঠিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

বর্তমান চাঁদপুর তথা মতলব উপজেলা প্রাচীন বঙ্গের সমতট রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শেষদিকে চৈনিক পরিব্রাজক ওয়ান চোয়াঙ সমতট রাজ্যে আগমন করেছিলেন বলে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। তিনি সমতটকে সমুদ্র তীরবর্তী নিম্ন আদ্র-ভূমি রূপে বর্ণনা করেছেন যা এই অঞ্চলকে বুঝায়। প্রাচীন বাংলার গুপ্ত পাল ও সেন রাজবংশের রাজারা এই অঞ্চল শাসন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। চট্রগ্রাম বিভাগের উত্তরাঞ্চল ও ঢাকা বিভাগের কিয়দাংশ প্রাচীন সমতট রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। সমতট রাজ্যের আয়তন ছিলো প্রায় ৭০০ মাইল। সঙ্গতকারণেই ধারণা করা হয় বৃহত্তর কুমিল্লা বা পূর্বতন ত্রিপুরার অন্তর্গত মতলব উপজেলা প্রাচীন সমতট রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত ছিলো।যেহেতু সমতটের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলো সেহেতু এ এলাকার পূর্বপূরুষরা(যারা তৎকালে এ অঞ্চলে বাস করতো) বৌদ্ধধর্মের অনুসারী ছিলো মর্মে নিশ্চিতভাবেই অনুমান করা যায়।

১৭৮১ সালে সার্ভেয়ার জেনারেল মেজর জেমস রেনেল এফআরএস কর্তৃক অঙ্কিত চাঁদপুরের প্রাচীন মানচিত্র।

মুসলিম শাসন এবং মোগল আমল

ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর সমগ্র বাংলা মুসলিম শাসনের অধিকারে আসার সাথে সাথে এ অঞ্চলও স্বাভাবিকভাবে মুসলিম শাসনের অন্তর্ভূক্ত হয়। বিশেষ করে সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ এ অঞ্চলে শাসন করেছেন এমন প্রমাণ ইতিহাসে রয়েছে।

১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের জীন্ ডি ব্যারোসের মানচিত্রে নদী তীরবর্তী 'ট্রপো'র অবস্থান দেখানো হয়েছে। উক্ত 'ট্রপো' তৎকালীন ত্রিপুরা জেলা বা কুমিল্লা অঞ্চল। সুতরাং বর্তমান চাঁদপুরের ভৌগলিক অবস্থান নিকট ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে পাওয়া যায়। ১৬৫২ সালে পর্জুগীজ নাবিক স্যানসন দ্যা আবেভিল অঙ্কিত মানচিত্রে বান্দের নাম চিহ্নিত স্থানে একটি বড় নদী বন্দর ছিলো এবং সেটি চাঁদপুর বন্দর ছিলো। জে. এফ ব্রাইনী সি. এস.-এর মতে মোঘল সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডরমল ১৫৮৮ খ্রি. মোগল প্রশাসনের জন্যে ১৯টি বিভাগের প্রবর্তন করেন। এ ১৯টি বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হলো সোনারগাঁও সরকার এবং এর মধ্যে ত্রিপুরা (মতলবের ভূখন্ডসহ)ও নোয়াখালী অন্তর্ভূক্ত ছিল। শেরশাহের আমলে এ অঞ্চলকে বিভিন্ন পরগনায় ভাগ করা হয় । মতলবের একাংশ (মতলব বাজার, বোয়ালিয়া, দিঘলদী, বরদীয়া) মহব্বতপুর পরগনার অন্তর্ভূক্ত ছিলো এবং কিছু অংশ (কাশিমপুর, নারায়নপুর, মাছুয়াখাল) ইকতাদপুর পরগনার অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

ব্রিটিশ আমল ও তৎপরবর্তী

১৭৭৯ খ্রি. ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজ জরিপকারী মেজর জেমস্ রেনেল তৎকালীন বাংলার যে মানচিত্র এঁকেছিলেন তাতে কেবলমাত্র ত্রিপুরা জেলাই দেখানো হয়নি- মতলব উপজেলা সহ চাঁদপুর ও কুমিল্লার সঠিক অবস্থানও চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৮৫৮ সালে নবগঠিত ত্রিপুরা জেলার ১১টি থানার অধীন ১৫টি আউটপোস্ট ছিলো। মতলব ছিলো হাজীগঞ্জের একটি আউটপোস্ট। ১৮৮৭ সালে মতলব আউটপোস্টটি হাজীগঞ্জ থেকে কেটে নেয়া হয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মতলব পূর্ণাঙ্গ থানা হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং কাজ শুরু করে। ১৮৯৫ সালে স্বতন্ত্র থানা প্রতিষ্ঠাকালে ধনাগোদা নদীর তীরে এই স্থানটিকে বেছে নেওয়া হয়। ১৯০০ সালে সরকার চাঁদপুর সার্কেলকে বিভক্ত করে মতলব সার্কেল ও ফরিদগঞ্জ সার্কেল নামে দুটি স্বতন্ত্র সার্কেল সৃষ্টি করে।থানার নাম মতলব করা ১৯১৮ সালে যাহা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয় ৯-৮-১৯১৮ (গেজেট নং-২৩৮)।

১৯৬০ খ্রি. পর্যন্ত কুমিল্লা জেলার নাম ছিল ত্রিপুরা জেলা। তখন এ জেলা ৪টি মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল। তা হলো: সদর উত্তর, সদর দক্ষিণ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর। তখন ২১টি থানা ও ৩৬২টি ইউনিয়ন

কাউন্সিল ছিল। চাঁদপুর মহকুমায় ৫টি থানা ছিল। তা হলো- চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ, হাজীগঞ্জ, কচুয়া ও মতলব। ১৯৮৪ সালে চাঁদপুর জেলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মতলব থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। তৎকালীন সময়ে মতলব উপজেলায় ২২টি ইউনিয়ন বিদ্যমান ছিল। প্রশাসনিক সুবিধার্থে গেজেট নং উজে-২/২পি-২৩/২০০২/৪৭১ তারিখ ১৭-০৯-২০০২ এর মাধ্যমে মতলব উপজেলাকে ২টি ভাগে বিভক্ত করে ০৮টি ইউনিয়ন নিয়ে মতলব নামে একটি উপজেলা রেখে ১৪টি ইউনিয়ন নিয়ে মতলব উত্তর নামে নুতন আরেকটি উপজেলা গঠন করা হয়।

বোয়ালিয়া: ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর মহব্বতপুরের রায় মজুমদার, বোয়ালিয়ার দে চৌধুরী তখন তালুকদার ছিলেন। মতলব পৌরসভার বোয়ালিয়া গ্রাম সর্বদিক দিয়েই সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিলো। এটি প্রাচীন বর্ধিষ্ণু লোকের বাসস্থান। বোয়ালিয়ার গ্রেজুয়েট বাড়ীতে ৫০ জন গ্রেজুয়েট ছিলেন। এ বাড়ীর কেহই সরকারী চাকুরী করেননাই। সকলেই শিক্ষকতা করতেন। কুমিল্লার বিখ্যাত ঈশ্বর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন এ বাড়ির। বোয়ীলিয়ার দানশীল ও ধার্মিক জমিদার রাজকুমার চৌধুরী মতলবের জগন্নাথ মন্দির ও মসজিদের জন্য জায়গা দান করেন। জমিদার পুত্র ললিত মোহন রায় চৌধুরী বোয়ালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, বাজার ও ডাকঘর স্থাপন করেন।

নারায়নপুর: এখানে প্রাচীন জমিদারদের প্রায় বারোটি কাচারীঘর ছিলো। নারায়নপুর বাজারের পশ্চিমপার্শ্বে বেশ উচুভূমিতে সিদ্ধপূরুষ মীর্জা হোসেন আলীর মসজিদ অবস্থিত ছিলো যা ১২০৭ হিজরীতে স্থাপিত। পাঁচ গম্বুজের সুদৃশ্য মসজিদটির আয়তন দৈর্ঘ্যপ্রস্থে সমান ২২' বাই ২২'। সামনের পাকা প্রাঙ্গণ ২৪' বাই ২৪'। দেওয়ালের ঘনত্ব ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি। উত্তর পাশেই তিনি একটি কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে কালী বটগাছ নামে একটা পুরাণো বটগাছ ছিলো । নারায়নপুর গ্রামে নৌকার ছৈ এর মতো একটি পুরাতন ব্রিজ ছিলো যা মীর্জা হোসেন আলী কর্তৃক নির্মিত।

আশ্বিনপুরঃ ইবনে বতুতা ১৩৪০ খ্রিষ্টব্দে সোনারগাঁ, চট্রগ্রাম, সিলেট ভ্রমনকালে পথিমধ্যে ধর্মশহর বন্দরে (বর্তমান আশ্বিনপুরে) কিছুক্ষণ অবস্থান করেছিলেন মর্মে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা পাওয়া যায়। (মুসলিম বাংলার ইতিহাস, পৃ:৯৩)।নায়েরগাঁও দক্ষিণ ইউনিয়নে আশ্বিনপুর গ্রাম অবস্থিত। আশ্বিনপুর ধর্মশহর নামে পরিচিত ছিলো। পাটেশ্বর রাজা বা প্রাণেশ্বর রাজার রাজধানী ছিলো মর্মে কথিত আছে। এ গ্রাম আনুমানিক এক হাজার বছর প্রাচীন বলে দাবি করা হয়। মনাই সওদাগরের ডিঙ্গা গাছ, মইন্যা শালাদ গাছ নৌকার বৈঠা হিসেবে ববহৃত হতো। এখানে ইংরেজ আমলে পাটের গুদাম ছিলো। সপ্তডিঙ্গা বোঝাই মণিমাণিক্য মগরাজারা নিয়ে যাবার সময় নৌকাডুবি হতো। সেই মণিমাণিক্য স্বর্ণমূদ্রা ও ডিঙ্গাগাছ এখনো

পাওয়া যায়। আশ্বিনপুর সমৃদ্ধ শহরের আয়ব্যয় রক্ষার জন্য লাকের বুরুজং প্রসিদ্ধ ছিলো। আশ্বিনপুর স্কুলের পশ্চাতের প্রায ৭০০ বছর পুরণো দিঘী রয়েছে।

কাচিয়ারাঃ এ গ্রামের কাঞ্চনমালা মতান্তরে কাঞ্চনরাজার দিঘী নামে একটি প্রকান্ড দিঘী রয়েছে। এখনো রাজবাড়ির অনেক ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। আনুমানিক ৪০০ বছর পূর্বে এ কাঞ্চনরাজার দিঘী খনন করা হয়। ১২.৪৩ একর। এর পশ্চিমপাশে কাচিয়ারা রাজবাড়ি যেখানে তিনটি পরিখা রয়েছে। পুকুরের পানি সেচে কমানো যায়না । রাজা বা জমিদারদের বিলাসিতার অনেক চিহ্ন আছে। দাতব্য বা জনসেবার কোন চিহ্ন নাই। নাহার বাড়ি (পানির নহর ছিলো) এখনো বিদ্যমান।

নামকরণ

মতলবের পূর্বনাম ছিলো জগৎগঞ্জ। এ জগৎগঞ্জ ছিলো শ্রীক্ষেত্রের একটি অংশ যা সমতট রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত ছিলো। মতলব বাজারের পূর্বপাশে অনেক বটগাছ ছিলো। মতলবের বরদিয়া আড়ং এর নিকটে মতলেব খান নামে ঢাকার শেখ সাহেব নামক একজন জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাঁর নামানুসারে মতলব এর নাম করণ করা হয়। পূর্বে এটিকে বৈরাগী বাজার ও বলা হতো। হিন্দু প্রধান এলাকা হিসেবে এখানে অনেক বাউল, বৈরাগী ও তান্ত্রীকদের আখড়া ছিল। কথিত আছে যে,ষোলশত খ্রিষ্টাব্দের প্রথমদিকে ১২৫জন বৈরাগী এখানে বৈরাগীর হাট নামে একটি বাজরের গোড়াপত্তন করেন। একই সময়ে মতলবের দক্ষিণে দিঘলদী নামক গ্রামে ফরিদপুর জেলার কবিরাজ পুরের জমিদার মেজবাহ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ও গিয়াসউদ্দীন আহমেদ চৌধুরীর অধীনে মোতালেব জমাদার (নায়েব) মহব্বতপুর পরগণার জমাদারের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। মোতালেব জমাদারের কার্যালয় ছিল দিঘলদীর ' বের' নামক স্থানে। বের নামক স্থানটি আজও বিদ্যমান আছে। ব্যক্তিগত জীবনে মোতালেব জমাদার একজন সুফী প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি অসংখ্য হাঁস পালন করতেন। এসব হাঁস প্রায় সময় ধনাগোদা নদীর পারে বৈরাগীর হাটের কাছে চড়ে বেড়াত। হাঁসগুলো নদীর তীরে যেখানো চড়তো সেখানে মোতালেবের হাট নামে আরেকটি হাট তিনি বসান। মোতালেবের হাট ও বৈরাগীর হাট পাশাপাশি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছিল। কালক্রমে জনসাধারণ মোতালেবের হাটের দিকে অধিক আগ্রহী হন এবং বৈরাগীর হাটের পরিবর্তে মোতালেবের হাটই প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীতে মোতালেব হাটই মতলব হাট নাম পরিচিতি পায়।

মতলব উপজেলা কার্যালয়ে রক্ষিত কাগজপত্রে দেখা যায়, মোঘল আমলে বর্তমান বাবুরপাড়া ও পৈলপাড়া গ্রামদ্বয়ের উত্তর প্রান্তের গোমতী ধনাগোদা শাখা নদীর তীরে অবস্থিত লালার হাট বাজারটি নদীর ভাঙ্গনে বিলীন হলে কলাদী গ্রামের উত্তর প্রান্তে উপরোক্ত নদীর তীরে এলাকার লোকজন বৈরাগীর হাট নামে একটি বাজার

মিলায়। যা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ফরিদপুরের জমিদার 'মতলব জমাদ্দার' বৈরাগীর হাটের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে নিজ নামে আরেকটি বাজার মিলায়। কিছুকাল দু'টি বাজারই তীব্র প্রতিযোগীতায় চলার পর মতলব জমাদ্দার হাট মতলব নামে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর বৈরাগীর হাট নামটি বিলুপ্ত হয়। এভাবেই মতলব জমাদ্দারের নামানুসারে 'মতলব' এর নামকরণ করা হয়।

পরিসংখ্যানে মতলবঃ(আদমশুমারী ২০১১ অনুযায়ী)

ভৌগলিক- উত্তরে মতলব উত্তর ও দাউদকান্দি উপজেলা, পূর্বে কচুয়া ও হাজীগঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে চাঁদপুর সদর ও হাজীগঞ্জ উপজেলা এবং পশ্চিমে চাঁদপুর সদর ও মতলব উত্তর উপজেলা। আয়তন- ৩২৫৪১ (একর), ১৩১.৬৯ বর্গকিলোমিটার। ইউনিয়ন সংখ্যা- ৬টি, মৌজা-৭৭টি, গ্রামের সংখ্যা- ৯৭টি, পৌরসভার সংখ্যা ১টি।মৌজা- ৯৭টি, লোকসংখ্যা- মোট ২,১০,০৫০ জন; পুরুষ-৯৭,৭২৮ জন, মহিলা ১,১২,৩২২ জন।মোট খানার সংখ্যা- ৪৫,৫৬৯টি।

ইউনিয়ন/পৌরসভা	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
মতলব পৌরসভা	৫৯,৮২৬	২৮,০৫১	৩১২৩৫

নায়েরগাঁও উত্তর	১৯৮৪৫	৯৪২০	১০৪২৫
নায়েরগাঁও দক্ষিণ	২৬,৩০১	১২,৬৬৬	১৩৬৩৫
নারায়নপুর	৩৭,৮৭৩	১৭,৬১৫	২০,২৫৮
খাদেরগাঁও	২০,৩৪৪	৯,২৫৪	১১,০৯০
উপাদী উত্তর	২৩,৯১৭	১০৬২৬	১৩২৯১
উপাদী দক্ষিণ	২২৪৮৪	১০০৯৬	১২৩৮৮

ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

নারায়নপুরের হোসেন আলীর মসজিদ, হোসেন আলীর কালী মন্দির, হোসেন আলীর ব্রিজ। নারায়নপুর নীলকুঠি, গণেশ মূর্ত্তি (৯৯১-৯৯২ খ্রিঃ), কাশিমপুর রাজারামরায়ের বাড়ি, কাচিয়ারার কাঞ্চণমালার দিঘী। ঝুমু বাড়ি (মতলব থানার সবচাইতে উচুভূমি মতান্তরে লাকশিবপুরের কিন্না; ইহা জলদস্যুরা ব্যবহার করেছে), কাঞ্চন রাজার বাড়ি, নেহার বাড়ি। আশ্বিনপুরের পাটোয়ারী বাড়ির দিঘী, আশ্বিনপুরের পুরাণো কাচারী ঘর (বণিকদের আয়ব্যয় হিসাব ঘর) ইত্যাদি , নওগাঁর মজুমদার বাড়ী ৪০০ বছরের পূরানো, উপাদী গ্রামের ২ টি পুরাণ মঠ, ডেঙ্গু ঠাকুরের মঠে চিতা খোলা, কোটারবন্ধে পুরাণো বটগাছ যেখানে শীতলপূজা হয়, পূর্ব বাকরায় একটি ২০০ বছরের বটগাছ যেখানে পূজা হয়। ঘোড়াধারীতে ২০০ বছরের একটি তেতুল গাছ। শীলমন্দী নীলকুঠির, নারায়নপুর নীলকুঠির।

মসজিদ/ মাজার/পীর/সাধক/ মন্দিরঃ

পাঁচকড়ি হাজী জামে মসজিদ ১৫০ বছরের পুরাতন যা নেকবর প্রধানিয়ার বাড়ির পার্শ্বে। মতলব জমাদারের বেড় মসজিদ ২০০ বছরের পুরানো।নাগদা মুন্সীবাড়ি মসজিদটি প্রায় ২০০ বছরের পুরাণো, বাঁকরা মসজিদ, কানাইবাড়ি(১৫০ বছরের পুরাণো, এখনো বর্তমান), করবন্দ মিজি বাড়ী মসজিদ (১৫০ বছরের পুরানো), পূর্ব বাকরা প্রধানিয়া বাড়ির মসজিদ(১৫০ বছরের পুরাণো), চাপাতিয়া পশ্চিম পাড়া বন্দে আলী প্রধানিয়া বাড়ি জামে মসজিদটি ৩০০ বছরের পুরণো বলে দাবী করা হয়। বর্তমানে নতুন করে তৈরী করা হয়েছে।

মাজার/দরগা: বাঘীহর (বোয়ালিয়া) এলাকার আলীমুদ্দীন ফকিরের দরগা, দিঘলদীর নেওয়াজ প্রধানিয়ার মাজার, কদমতলীর পিশোরী খন্দকার, শাহজামাল (রা:) । নাগদা মালেক মুন্সীর বাড়ির হযরত শাহ মিবাসা সাইর মাজার, নারায়নপুর আলেকশাহ ফকিরের মাজার, গোবিন্দপুরের আলী আব্বাস মুন্সীর (ইসলামিক পন্ডিত) মাজার, , (ইসমাইল হুজুর, ইব্রাহীম হুজুর)গোবিন্দপুর, যোগীচাপুরের ফজলুল হক পীর সাহেব, নারায়নপুরের মোমিনশাহর খানকা, পয়ালীর জৈনপুরী খানকা, নন্দীখোলার পরেশশাহ ফকিরের মাজার, পিতাম্বর্দীর জৈনপুরী দরবার,

নন্দীখোলার সোনাকান্দা খানকা শরীফ, মাসুন্ডার আব্দুর রহিমের মাজার। কালুখানের মাজার, পাচঘরিয়া, ফকির গুলজারশাহর মাজার, ঘোড়াধারী, জৈনপুরী খানকা, শাহপুর। নওগাঁর লেদু ফকির, হামিদ আলী, ইয়ারআলী (ন্যাংটা বাবার শিষ্য) মাজার, দক্ষিণ উপাদী ইউনিয়নের মরহুম জমীরউদ্দিন মুন্সী যিনি ঘোড়ায় চড়ে ওয়াজ করতেন, আমিন হাফেজ সাহেব আধ্মাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন।

মন্দির: লামচড়ি ব্রক্ষানন্দ যোগাশ্রম(১৯৩৮) যার প্রতিষ্ঠাতা মোহন সাধু ও বিদ্যাসুন্দর মন্ডল। ঢালী বাড়ির মন্দিও (১০০ বছরের পুরাণো), বাকরা মন্দির ২০০ বছরের পুরাণো কৃষ্ণ ডাক্তারের বাড়িতে।

নদী/খাল/ বিল/ দিঘীঃ

ধনাগোদা নদী, বোয়ালজুরি খাল, নাদিমখার দিঘী (বাড়ৈগাও) , হৈতেনখার দিঘী, মগুয়ার দিঘী (মনিগাও), সোনাইরবিল, বোয়ালজুড়ি খাল (চারটভাংগা মেহারুন এলাকা), নন্দীখোলার খাল, বাতুরিয়া খাল (কচুয়া মতলবের মাঝখানে), মারুকা নদী (নায়ারগাঁ-সাচার), **দক্ষিণ উপাদি ইউনিয়নের** রঞ্চন খাল, বৈচাতলীর খাল, ঘোড়াধারী খাল, করবন্দ খাল, করবন্দ লুটেরা দিঘী ।

মুক্তিযোদ্ধের স্থান ও ঘটনাসমূহঃ

১নং ক্যাম্প, খিদিরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি ক্যাম্প ছিলো যেখান থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এ প্লাটুনের নেতৃত্বে ছিলেন নেছার উদ্দীন পাটোয়ারী (পরে সরকারের উপসচিব ছিলেন)। ২নং ক্যাম্প-নওগাঁ পরে বহরীর জলিল কাজীর বাড়ি ক্যাম্পের নেতৃত্বে ছিলেন জনাব কে এম সায়দুর রহমান রতন। নওগাঁ যুদ্ধক্ষেত্র। লালারহাট যুদ্ধক্ষেত্র। মুন্সীরহাট যুদ্ধক্ষেত্র।

মতলব উপজেলার মন্ত্রীদের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
	ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর	

মতলব উপজেলার মাননীয় সংসদসদস্যগণের নাম ও কার্যকাল

১৯৫৪- সায়েদ আলী পাটোয়ারী (যুক্তফ্রন্ট), পূর্ব বঙ্গ আইন পরিষদ সদস্য ও ডেপুটি স্পীকার, পাকিস্তান
১৯৬২- আবদুল মতিন পাটোয়ারী এমএনএ (বেসিক ডেমোক্রেটিক মেম্বারদেও ভোটে),
১৯৬২- ডাঃ নওয়াব আলী (বেসিক ডেমোক্রেটিক মেম্বারদেও ভোটে)
১৯৭০- হাফেজ হাবিবুর রহমান এমএনএ (আওয়ামীলীগ)
ফ্লাইট লে: অব: এবি সিদ্দিক এম এল এ (আওয়ামীলীগ)
গোলাম মুর্শেদ ফারুকী এমএলএ (আওয়ামীলীগ)
১৯৭৩- এডভোকেট আবু জাফর মাঈনুদ্দীন (আওয়ামীলীগ), হাজীগঞ্জ মতলব নির্বাচনী এলাকা
১৯৭৯- ফ্লাইট লে: অব: এবি সিদ্দিক (মিজান আওয়ামীলীগ), মতলব চাদঁপুর নির্বাচনী এলাকা
১৯৮৬- হারুন উর রশীদ খান (জাতীয় পার্টি), মতলব-চাদপুর নির্বাচনী এলাকা
১৯৮৮- হারুন উর রশীদ খান (জাতীয় পার্টি), মতলব-চাদপুর নির্বাচনী এলাকা(বিশেষ নির্বাচন)
১৯৯১- আলম খান (বিএনপি), মতলব-চাঁদপুর নির্বাচনী এলাকা
১৯৯৬- জিএম ফজলুল হক (বিএনপি), মতলব-চাঁদপুর নির্বাচনী এলাকা
২০০১- জিএম ফজলুল হক (বিএনপি), মতলব-চাঁদপুর নির্বাচনী এলাকা
২০০৮- এয়ার ভাইস মার্শাল এম রফিকুল ইসলাম (আওয়ামীলীগ), মতলব উত্তর দক্ষিণ এলাকা
(সূত্র-জয়নাল আবেদীন প্রধান, সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষক লীগ, চাঁদপুর শাখা)

মতলব উপজেলার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানগণের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নং	ইাম	কার্যকাল
০১	জনাব আলী আশ্রাফ পাটোয়ারী	১৯৮৫-৮৭
০২	জনাব তফাজ্জল হোসেন (টি হোসেন)	১৯৮৭-৮৯
০৩	জনাব হান্নান	১৯৮৯-৯০
০৪	জনাব এম এ শুক্কুর পাটোয়ারী	২০০৯-

সার্কেল অফিসার/ সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) গণের নাম ও কার্যকাল

০১	সুলতান মাহমুদ	১৯৬২-৬৫
০২	আব্দুল বারী	১৯৬৬-৬৭
০৩	চৌধুরী আফতাব উদ্দীন আহমেদ	--
০৪	লাল মোহাম্মদ	--
০৫	আব্দুর রশীদ	১৯৭০-১৯৭১
০৬	একে এম আব্দুর রব	--
০৭	এমএ মতিন	--
০৮	আলী হায়দার চৌধুরী	--
০৯		

মতলব উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নং	ইাম	কার্যকাল
১.	আলহাজ্ব জানিবুল হক	০৭-১১-১৯৮২ থেকে ১৭-১২-১৯৮৩ পর্যন্ত
২.	জনাব আবু নকি রিজওয়ানুল হক	২১-১২-১৯৮৩থেকে ২৩-০১-১৯৮৫ পর্যন্ত
৩.	জনাব জয়নাল আবেদীন	২৬-০২-১৯৮৫ থেকে ০৮-১০-১৯৮৮ পর্যন্ত
৪.	জনাব নূরুল আনোয়ার	০৮-১০-১৯৮৮ থেকে ০৪-০৪-১৯৯৩ পর্যন্ত
৫.	জনাব নওশের আহমদ চেন্ধুরী	০৪-০৪-১৯৯৩ থেকে ১৫-০৬-১৯৯৪ পর্যন্ত
৬.	জনাব এম.এ. বাশার	১৫-০৬-১৯৯৪ থেকে ২৭-০৪-১৯৯৬ পর্যন্ত
৭.	জনাব অপূর্ব কুমার বিশ্বাস	২৭-০৪-১৯৯৬ থেকে ১৭-০২-১৯৯৮ পর্যন্ত
৮.	জনাব মোঃ শহীদ উল্লাহ খন্দকার	১৭-০২-১৯৯৮ থেকে ০৪-০৩-২০০১ পর্যন্ত
৯.	জনাব নূরুল কবির সিদ্দিকী	১৮-০৩-২০০১ থেকে ১৬-০৮-২০০১ পর্যন্ত
১০	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির	১৬-০৮-২০০১ থেকে ০৬-০৪-২০০৩ পর্যন্ত
১১	জনাব খাজা মিয়া	০৬-০৪-২০০৩ থেকে ০৯-০৫-২০০৬ পর্যন্ত
১২	জনাব মোঃ আবু বকর সিদ্দিক	০৯-০৫-২০০৬ থেকে ০৯-১১-২০০৬ পর্যন্ত
১৩	জনাব এ.কে এম বেনজামিন রিয়াজী	২৮-১১-২০০৬ থেকে ২৮-০৮-২০০৮ পর্যন্ত
১৪	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন চেন্ধুরী	৩১-০৮-২০০৮ থেকে ৩০-০৪-২০০৯ পর্যন্ত
১৫	জনাব হাসান মাহমুদ	২৯-০৪-২০০৯ থেকে ১৪-১০-২০১২ পর্যন্ত
১৬	জনাব সফিকুল ইসলাম	১৪-১০-২০১২ হইতে বর্তমান

মতলব উপজেলার উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানগণের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
০১	জনাব সফিকুল ইসলাম সাগর	২০০৯-
০২	জনাব লক্ষী রাণী দাস তাঁরা	২০০৯-

মতলব উপজেলার বিসিএস অফিসারদের নাম

নাম	গ্রামের নাম	পদবী
জনাব ডঃ শোয়েব আহমেদ	উদ্দমদী, মতলব পৌরসভা	সচিব অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান এনবিআর (বর্তমানে আইউবির ট্রেজারার)

জনাব আবুল বাশার	পদুয়া, কাশিমপুর, নারায়নপুর	অবসরপ্রাপ্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম	আশ্বিনপুর, নায়েরগাঁও দক্ষিণ	অবসরপ্রাপ্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
জনাব মোঃ লুৎফুর রহমান	আধারা, নায়েরগাঁও উত্তর	সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
জনাব মোঃ মুয়াজ্জম হোসাইন	পদুয়া, কাশিমপুর, নারায়নপুর	অতিরিক্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
জনাব মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	ঘোনা, তুষপুর, নায়েরগাঁও উত্তর	যুগ্ম সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
জনাব মেহের নিগার	গাড়পার, নারায়ণপুর	যুগ্ম সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
জনাব ইয়াকুব আলী পাটোয়ারী	করবন্দ, মহামায়া বাজার, উপাদী দক্ষিণ	যুগ্মসচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
জনাব জাকির হোসেন কামাল	দক্ষিণ বাইশপুর, মতলব পৌরসভা	উপসচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
জনাব মোঃ আফজালুর রহমান	কলাদি, মতলব পৌরসভা	উপসচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
জনাব মোঃ শফিকুর রহমান	পিংড়া, মাষ্টারবাজার, উপাদী দক্ষিণ	সিনিয়র সহকারী সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
জনাব হাসান মাহমুদ (প্রয়াত)	পৈলপাড়া	ইউএনও লক্ষীপুর সদর
জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম	পৈলপাড়া	সিনিয়র সহকারী সচিব, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
জনাব মনিরুজ্জামান বকাউল	ডিঙ্গাভাঙ্গা, উপাদী উত্তর	সিনিয়র সহকারী সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ইউএনও, ফেনী)
জনাব সাইফুল ইসলাম	গোবিন্দপুর, নারায়ণপুর	সিনিয়র সহকারী সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (ইউএনও, কক্সবাজার)

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ

১৯৪৯ সালের ২৩ জুন 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে জন্ম নেয় দলটি । পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক। ১৯৫৫ সালে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে আওয়ামীলীগের আত্মপ্রকাশ। ১৯৫৫ সালে তৎকালীন আওয়ামীলীগের সভাপতি ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের অন্যান্য উপজেলার মতোই শুরু থেকেই মতলবে আওয়ামীলগের কার্যক্রম শুরু হয়।

সময়	নাম ও পদবী

..... থেকে ১৯৭০	সিদ্দিকুর রহমান- সভাপতি আব্দুর রহমান সাহিত্যরত্ন- সাধারণ সম্পাদক
১৯৭০- ১৯৭৩	ফ্লা: লে: অব: এবিসিদ্দিক- সভাপতি আব্দুর রহমান সাহিত্যরত্ন- সাধারণ সম্পাদক
১৯৭৩-১৯৭৮	ফ্লা: লে: অব: এবিসিদ্দিক- সভাপতি জয়নাল আবেদীন প্রধান- সাধারণ সম্পাদক
১৯৭৮-১৯৮৪	ফ্লা: লে: অব: এবিসিদ্দিক- সভাপতি জয়নাল আবেদীন প্রধান- সাধারণ সম্পাদক
১৯৮৪-১৯৯২	অধ্যাপক মোল্লা মোহাম্মদ রিয়াসত উল্যাহ- সভাপতি এডভোকেট রুহুল আমিন- সাধারণ সম্পাদক
১৯৯২-২০০০	এডভোকেট রুহুল আমিন-সভাপতি জয়নাল আবেদীন প্রধান- সাধারণ সম্পাদক
২০০০-২০০৩	জয়নাল আবেদীন প্রধান- আহবায়ক
২০০৩-	মোহাম্মদ হোসেন পাটোয়ারী- সভাপতি বিএইচ কবির আহমেদ- সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ হোসেন পাটোয়ারী আমেরিকায় অবস্থানকালে ৩-৩-২০১০ থেকে ৩০-৬-২০১১ পর্যন্ত মোঃ হুমায়ুন কবির প্রধানিয়া ভারাপ্রাপ্ত সভাপতি ছিলেন এবং হোসেন পাটোয়ারীর মৃত্যুর পর ২৭-০৭-২০১১ থেকে জনাব এ এইচ এম গিয়াস উদ্দীন ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।
২০১১-	

*১৯৮৪ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ (বাকশাল) এর সভাপতি ছিলেন জয়নাল আবেদীন প্রধান, সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আলমগীর চৌধুরী ও দেওয়ান রেজাউল করিম।

(সূত্র-জয়নাল আবেদীন প্রধান, সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষক লীগ, চাঁদপুর জেলা শাখা)

১৯৭৮ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের কার্যক্রম মতলব উপজেলায় ১৯৭৮ সালেই শুরু হয়।

তখন থেকে মতলব উপজেলা শাখার কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ও সময়কাল নিম্নরুপ।

গময়	নাম ও পদবী
১৯৭৮-১৯৮২	গোলাম হোসেন- আহবায়ক আতিক উল্ল্যাহ- সাধারণ সম্পাদক
১৯৮২-৮৫	আতিকউল্ল্যাহ- সভাপতি কামাল আহমেদ- সাধারণ সম্পাদক
১৯৮৫-৯১	আতিক উল্ল্যাহ- সভাপতি এডভোকেট কামরুল ইসলাম- সাধারণ সম্পাদক
১৯৯১-১৯৯৭	এডভোকেট কামরুল ইসলাম- সভাপতি আবজাল জাহান কামাল- সাধারণ সম্পাদক
১৯৯৭-২০০৩	বিল্লাল হোসেন মৃধা- আহবায়ক এমএ মতিন প্রধান- সদস্যসচিব
২০০৩-২০১০	বিল্লাল হোসেন মৃধা- সভাপতি মিজানুর রহমান সরকার- সাধারণ সম্পাদক
২০১০-	বিল্লাল হোসেন মৃধা- সভাপতি মিজানুর রহমান সরকার- সাধারণ সম্পাদক

জাতীয় পার্টি, মতলব শাখা

সংসদ সদস্যঃ

১। জনাব হারুন উর রশিদ খান (মতলব-চাঁদপুর নির্বাচনী এলাকা)

১৯৮৩-৮৪ সালের দিকে মতলব উপজেলায় জাতীয় পার্টির কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রথম কমিটিঃ এডভোকেট ফজলুল হক সরকার (হান্নান) আহবায়ক

তফাজ্জল হোসেন (টি হোসেন)- সদস্য সচিব

উপরোক্ত দুইজন পরে পূণাঙ্গ কমিটিতে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

পরবর্তী কমিটিঃ ফজলুল হক সরকার- সভাপতি

এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম- সাধারণ সম্পাদক

পরবর্তী কমিটিঃ মোঃ মিজানুর রহমান খান্ আহবায়ক

এসএমসেলিম- সদস্যসচিব

উক্ত দুজন পরে পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

বর্তমান কমিটিঃ শংকর রাও নাগ- সভাপতি

এসএম সেলিম- সাধারণ সম্পাদক